প্রথম আলো

তারিখ ... 17 JUL 2017

দরপত্র নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দরপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছে। এতে এক সাংবাদিকসহ পাঁচজন আহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডায়েরি, ওয়াল ক্যালেন্ডার ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ' সংক্রান্ত দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল গতকাল দুপুর ১২টা। বেলা ১১টার দিকে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নতুন ভবনের নিচতলায় দরপত্র জমা দেন ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জহির রায়হান ও উপপ্রচার সম্পাদক আনিসুর রহমানের পক্ষের নেতা-কর্মীরা। অন্য কেউ যেন দরপত্র জমা দিতে না পারেন, সে জন্য তাঁরা পাহারাও বসান। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আরেকটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দরপত্র জমা দিতে যান ছাত্রলীগের কর্মী জুয়েল রানা ও আরিফুল ইসলাম। এ সময় তাঁদের ওপর হামলা চালান জহির ও আনিসুরের লোকজন। এই ঘটনার ছবি তুলতে গিয়ে হামলার শিকার হন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ও আমাদের সময় অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক আবদুল ওহাব। এ সময় তাঁর মুঠোফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বেলা তিনটার দিকে জুয়েল রানার পক্ষের কর্মীরা ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে জহির রায়হান ও আনিসুর রহমানের পক্ষের কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। এতে জহির রায়হানের পক্ষের কর্মী তৌহিদুল ইসলাম ও জুয়েল রানার পক্ষের সফিউল গনি আহত হন। পরে সফিউল ও তৌহিদুলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জুয়েল রানা বলেন, জহির রায়হান ও আনিসুরের পক্ষের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছেন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে জহির রায়হান ও আনিসুর রহমান বলেন, তাঁরা ও তাঁদের পক্ষের কোনো নেতা-কর্মী ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। তাঁরা গতকাল ক্যাম্পাসেও ছিলেন না।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রক্টর নূর মোহাম্মদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দরপত্র জমা দেওয়া নিয়েই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। তবে ক্যাম্পাসের ভেতর ঘটনাটি তেমন বড় ছিল না। সামান্য ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পাসের বাইরে মারামারি বেশি হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। গতকাল রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমার কাছে কেউ লিখিত অভিযোগ দেননি।'

প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। গত মার্চে সম্মেলন হলেও এখন পর্যন্ত নতুন কমিটি গঠিত হয়নি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়